



রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতি অভিভাষণের ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রতি ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর জবাবী ভাষণ উভয় সংযুক্তসদনে শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের অভিভাষণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য আমিআপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি

Posted On: 14 FEB 2017 3:36PM by PIB Kolkata

মাননীয় সভাপতিমহোদয়,

উভয় সংযুক্তসদনে শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের অভিভাষণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য আমিআপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। প্রায় ৪০ জন মাননীয় সদস্য এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। শ্রদ্ধেয় গুলাম নবী আজাদ, নীরজ শেখর মহোদয়, এ নবনীতকৃষ্ণ মহোদয়, ডেরেকমহোদয়, আহমেদ ভাই, আর একটু আগে আনন্দ শর্মা মহোদয় – আমি আপনাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ। অধিকাংশ আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল বিমূদ্রাকরণ। একথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে আমাদের সমাজে এই বিকৃতি এসেছে, আর তার শেকড় আমাদের অর্থ ব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার গভীরে প্রোথিত করে নিয়েছে। এটাও আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে দুর্নীতিও কালো টাকার বিরুদ্ধে যে লড়াই সেটি কোনও রাজনৈতিক লড়াই নয়। আর একথা ভাবার কোনও কারণ নেই, সেজন্য এই লড়াইকে কেউ কেন নিজেকে জড়িয়ে নিচ্ছেন? আমরা যারা নির্বাচিতজনপ্রতিনিধি, সাংসদ, প্রত্যেকের দায়িত্ব বর্তায় যে আমরা এর বিরুদ্ধে দেশের সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা করে আমাদের বুদ্ধি যা পারমিট করে তা আমাদের করা উচিত আর এটাও ঠিক যে একটি সমান্তরাল অর্থ ব্যবস্থার ফলে সর্বাধিক লোকসান হয়েছে দেশের গরিব মানুষদের। গরিবের অধিকার হরণ করা হয় আর মধ্যবিত্তদের শোষণ হয়। আর এমন নয় যে আগে কোনও চেষ্টা হয়নি। আগেও হয়েছে, অধিক চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমরা আর কতদিন এই সমস্যাগুলিকে নিয়ে কাপেটের নীচে লুকিয়ে নিজেদের দিন কাটাব।

আর সেজন্য যতক্ষণ জাল নোট নিয়ে আলোচনা হবে, এই পরিসংখ্যান প্রচারিত হয়েছে এবং কত জালনোটব্যাঙ্কে পৌঁছেছে, তারও হিসেব-নিকেশ হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাল নোট যাতে ব্যাঙ্কের দরজা পর্যন্ত না পৌঁছয় সেই ব্যবস্থা করা থাকে। এর অধিক প্রয়োগ হয় সন্ত্রাসবাদ এবং নকশালবাদের উৎসাহ যোগানোর ক্ষেত্রে। কয়েকজন বেশ লাফিয়ে লাফিয়ে বলছিলেন যে, সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে কয়েকটি ২০০০ টাকার নোট পাওয়া গেছে। আমাদের জানা উচিত, নোট বাতিল পরবর্তী সময়ে আমাদের দেশে জম্মু ও কাশ্মীরে ব্যাঙ্ক লুট হয়েছে আর অধিকাংশই নতুন নোট লুট হয়েছে। জাল নোট অচল হয়ে পড়ায় দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য তাদের নোটের অভাব দেখা দিয়েছিল। ব্যাঙ্কলুটের কয়েকদিন পরই যে সন্ত্রাসবাদীরা গুলিরলড়াইয়ে মারা গিয়েছিল, তাদের হাতে পাওয়া গেছে সেই লুট হওয়া ২০০০ টাকারই কয়েকটি নোট। কেন আমরা এমন লোকদের পক্ষ নিয়ে কথা বলব? আমাদের প্রত্যেকেরি উচিত সমস্বরে এদের বিরুদ্ধে লড়াই করি। বৈমানদের প্রতি আমরা যতদিন না কঠোর হবে, ততদিন সং ও সাক্ষামানুষের ক্ষমতায়ন হবে না। আমাদের সকল পদক্ষেপের ফল অবশেষে সং ও খাটি মানুষই পাবেন বলে আমার বিশ্বাস।

মাননীয় সভাপতিমহোদয়, অনেক বছর আগে একটি ওয়াশিংটন কমিটি গঠিত হয়েছিল। সেই কমিটি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে বিমূদ্রাকরণের আর্থিক প্রয়োজন উল্লেখ করে রিপোর্ট দিয়েছিল। আর যশবন্তরাওজি চৌহান সেই রিপোর্টের সঙ্গে সহমত ছিলেন, তিনি এই রিপোর্টকার্যকর করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময় ইন্দিরাজি বলেছিলেন, আরে ভাই আমরা রাজনীতিকরি, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হয়। এসব কথা প্রাক্তন সচিব গোডবোলেজি, যশবন্তরাওচৌহান এবং গোডবোলেজির বইয়ে ছাপা হয়েছে। আপনারা সেই বইয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে ভাল হবে। আপনারা কি ঘুমিয়ে ছিলেন? একজন আধিকারিক ইন্দিরাজি সম্পর্কে লিখেছেন, আর এতদিন এই অভিযোগের বিরুদ্ধে আপনারা সরব হননি কেন? ওয়াশিংটন কমিটি যখন রিপোর্ট পেশ করেছিল, তখন কোনও কালো টাকার সমস্যা ছিল। আজ কালো টাকা, সন্ত্রাসবাদী সংগঠন, নকল নোটের ব্যবসা, ড্রাগসের ব্যবসা, হাওয়ালা ব্যবসা – সামাজিক জীবনের অনেক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। সেজন্যই এই সমস্যা এত ব্যাপক হয়ে উঠেছিল।

বিগত ৮ নভেম্বর যখন আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তখন জাল নোট ফিরিয়ে আনার প্রশ্নই ওঠে না। কোনও ছোটখাটো ব্যাঙ্ক চেকিং-এর ব্যবস্থা না থাকায় হয়তো কিছু ঢুকে পড়েছে। রিজার্ভব্যাঙ্ক খুঁজে বের করবে। কিন্তু নকল নোটের কারবার সেদিনই তামাদি হয়ে গেছে। সেজন্যই হিসেব কারও কাছে থাকলে আমি অবাক হবে, কেমন করে আছে? সবচেয়ে বড় কারণ আপনারা হয়তো টিভিতে দেখেছেন, যারা শত্রু দেশগুলিতে নকল নোটের ব্যবসা চালাতো, তাদের কবুল করে নিয়েছে। এই খবর টিভিতে বহুদিন ধরে দেখানো হয়েছে।

এখন দেখুন, আমাদের দেশে গত নভেম্বর-ডিসেম্বর ৩০-৪০ দিনের মধ্যেই ৭০০ জনেরও বেশি মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছে। এই খবর শুনে এই সংসদে কেউ খুশি হননি, একথা আমি বিশ্বাস করি না। আর কেউ খুশি না হলে তার মানে অন্য কিছু দাঁড়ায়।

একথাও ঠিক যে দেশের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থায় টাকার যোগান অনেক জরুরি। হাজার টাকার নোট ছাপানোর পর এর সাধারণ বিনিময় তেমন হতো না, ৫০০ টাকার নোটও খুব কম চলতো, হাজার টাকার নোটের বাণ্ডিল বেশি চলতো। এই বাস্তবতা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এখন এতো বিপুল পরিমাণ টাকা ব্যাঙ্কগুলির হাতে এলে স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষকে ঋণদানের ক্ষমতা বাড়বে। সুদের হার, একসঙ্গে সকল ব্যাঙ্ক সুদের হার কমিয়েছে। আমাদের দেশে প্রথমবার এমন ঘটনা ঘটেছে। ব্যাঙ্কের লাভ সাধারণ মানুষের স্বার্থে এখনে আমি অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের কথা বলছি। সত্যি সত্যি আপনাদের পক্ষ থেকে, বিশেষ করে প্রকৃষ্ট সীতারাম ইয়চুরি এবং তাঁর দল অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের বেতনের নিরাপত্তা নিয়ে লড়াই করেছেন, তাঁদের খুশি হওয়া উচিত। এটা ঠিক যে, যতটা বলা হয়, ততটা দেওয়া হয় না। দেওয়া হলেও দু-একজন বাইরে থেকে যায়। তারা কাটমানি নিয়ে নেয়। এইরোগ সম্পর্কে আমরা অবহিত। কিন্তু আমরা যদি এমন কিছু ব্যবস্থার আয়োজন করতে পারি যাতে শ্রমিকরা লাভবান হন। তাঁদেরকে ইপিএফ-এর সঙ্গে যুক্ত করলে ইএসআইসি স্কিম-এর সঙ্গে যুক্ত করলে তাঁরা লাভবান হবেন – এই লক্ষ্য নিয়ে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাবছি।

আসামের একটি উদাহরণ দিতে চাই, সেখানকার সরকার চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলানোর ব্যবস্থা করেছেন। প্রায় ৭ লক্ষ শ্রমিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলিয়ে মোবাইল অ্যাপ-এর মাধ্যমে লেনদেন করা শেখানো হয়। গোড়াতে ইউনিয়নের নেতারা নগদ টাকার দাবিতে আপত্তি জানালেও তাঁরা যখন দেখলেন, এভাবে চা-শ্রমিকরা নিয়মিত সম্পূর্ণ বেতন পাচ্ছেন, পারিবারিক নিরাপত্তার জন্য বিমা বারদ টাকা কাটা হচ্ছে তখন তাঁরাও বিষয়টি হাসিমুখে আপন করে নেন। এই অভিজ্ঞতা আমাদের সাহায্য জুগিয়েছে।

অনেকেবিমুদ্রাকরণ নিয়ে কোনও বিদেশি খবরের কাগজ অর্থনীতিবিদের বক্তব্য উদ্ধৃত করেসমালোচনা করেছেন। আপনার বিপক্ষে দশটি উদ্ধৃতি দিলে আমরা পক্ষে কুড়িটি শোনাতে পারি।গোটা বিশ্বে এই বিমুদ্রাকরণ একটি অতুলনীয় অভিজ্ঞতা। এর সঙ্গে তুলনা করার কোনওমানদণ্ড, কোনও উদাহরণ অর্থনীতিবিদদের হাতে নেই। এই ঘটনা ভবিষ্যতে বিভিন্নবিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বড় কেস স্টাডি হতে পারে।

তেমনই, এই সভায়বসে থাকা শ্রদ্ধেয় সাংসদদের আমি বলতে চাই, দেশের জনশক্তি কী? এই বিমুদ্রাকরণের পরসমাজবিদরা অবশ্যই গবেষণা করবেন, প্রথমবার দেশের অনুভূমিক স্তরে বৈষম্য উঠে এসেছে, সাধারণ মানুষের মনোভাব একরকম আর নেতাদের মেজাজ অন্যরকম। এইনতারা যে সাধারণ মানুষদের থেকে এত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, সাধারণ মানুষ তা প্রমাণকরে দিয়েছেন। সাধারণতঃ সরকারের কোনও সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষ আর সরকার মুখোমুখিহয়ে পড়ে, কিন্তু এক্ষেত্রে দেখছি সরকার আর জনতা পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজকরছে।

বিমুদ্রাকরণেরফলে সাধারণ মানুষ অনেক কষ্ট মুখ বুজে হাসিমুখে সহ্য করেছেন। বিশ্বের সামনে আমরাগর্বভরে বলতে পারি যে, এদেশের ১২৫ কোটি মানুষ, আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো অশিক্ষিতবা অধিক্ষিত, যেভাবে আপনারা সাধারণত বর্ণনা করে থাকেন, এই দেশ কিছু সামাজিকব্যাপির বিরুদ্ধে লড়াই, ছটফট করছে। যে কোনও রাজনৈতিক নেতা, যে কোনও দলের অনুগামীএই সাধারণ মানুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-রাজনৈতিক ভেদের উর্ধ্বে উঠে এই লড়াইয়ে সামিলহয়েছেন। নিজেরা কষ্ট সহ্য করেছেন। এজন্য আমাদের গর্ব হওয়া উচিত।

সভাপতি মহোদয়,বিগত অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় মনমোহন সিং নিজের বক্তব্য রেখেছেন। একথা সত্যি, সম্প্রতিএকটি বই প্রকাশিত হয়েছে, যার মুখবন্ধ ডক্টরসাহেব লিখেছেন। আমি সেটি দেখেভেবেছিলাম, এত বড় অর্থনীতিবিদ – এই বইয়ে নিশ্চয়ই তাঁরও কিছু অবদান থাকবে! কিন্তুবইটি খুলে দেখি, তিনি কেবল মুখবন্ধ লিখেছেন। তাঁর ভাষণ শুনে আমার মনে হয়েছিল, একথাবুঝতে হবে – বিগত প্রায় ৩০-৩৫ বছর ধরে যা চলছে, যে শব্দাবলী আমি বলিই নি, তার অর্থতিনি বুঝে গিয়েছেন! ডঃ মনমোহন সিং ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী, শ্রদ্ধেয় মানুষ। বিগত৩০-৩৫ বছর ধরে ভারতের প্রায় সকল অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলির পেছনে তাঁর অবদানঅনস্বীকার্য। স্বাধীনোত্তর ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর মতো দাপটে আর কেউ কাজকরে উঠতে পারেননি। আর সকল দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচারের পরিবেশ তাঁর কাছে দেশেররাজনীতিবিদদের অনেক কিছু শেখার আছে। তিনি নিজেকে কোনওভাবেই কালিমালিপ্ত হতে দেননি।স্নানঘরে বেনকোট পরে স্নান করার কৌশল তো ডক্টর সাহেবই সবার থেকে ভালভাবে জানেন।

মাননীয় সভাপতিমহোদয়, দীর্ঘকাল ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা এহেন শ্রদ্ধেয় মানুষ যখন লুট , launder -এর মতো শব্দ প্রয়োগ করেছেন, পঞ্চাশবার বিপক্ষের বন্ধুদের ডাবা উচিৎ ছিল,মর্যাদা লঙ্ঘন করলে, জবাব শোনার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হয়, আমরা সেই মৃদারইঅপরপিঠ প্রদর্শনের ক্ষমতা রাখি। সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা করাই করতে পারি, আমরাগণতন্ত্রকে সম্মান করি। কিন্তু আপনারা কোনওভাবেই পরাজয় স্বীকার করবেন না, এটাকতদিন চলবে?

মাননীয় সভাপতিমহোদয়, একথা সত্যি যে, নানাভাবে সাধারণ মানুষের মনকে আন্দোলিত করার অনেক চেষ্টাহয়েছিল। আজ আমরা দেখি কোথাও কোনও ছোট দুর্ঘটনা ঘটলে আর দু-চারটি গাড়ি জ্বলিয়েদেওয়া হয়, কোথাও বাস লেট এসেছে বলে কয়েকটি বাস জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। কিসের প্রভাবেমানুষের এমন ঐর্ষ্যচ্যুতি ঘটছে, জনগণ কেন আইন নিজের হাতে নিচ্ছেন, তা ভাববার বিষয়।কিন্তু এসব ঘটনা প্রতিদিনই ঘটছে। কিন্তু বিমুদ্রাকরণ পরবর্তী সময়ে দেশের সাধারণমানুষ আশ্বিনিয়ন্ত্রণ ও অসীম ঐর্ষ্যশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, এত বড় দেশের কোথাও এ ধরনেরকোনও বিক্ষোভ ঘটনা ঘটতে দেননি। এতে বোঝা যায়, এই লড়াইটিকে তাঁরা কত আপন করিয়েছেন, দুঃসংকল্প হয়ে এত কষ্ট সহ্য করেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই লড়াই তাঁরা জারিরেখেছেন। আমাদের উচিত, অতন্ত গর্বের সঙ্গে ভারতের আপামর জনগণের এই সামর্থ্যকেবিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা। তাহলেই বিশ্ববাসী বুঝতে পারবেন রাজনীতির উর্ধ্বে উঠেভারতবাসী কী ভাবছে, কিভাবে ভাবছে।

আরেকটি বিষয়আমি উল্লেখ করতে চাই, একটি ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে সীতারামজির চিন্তাধারা ভিন্ন।সেজন্য আমাদের দৃষ্টিকোণও আলাদা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি ভেবেছিলামযে, তাঁর দল আমাদের পাশে থাকবে। এরকম ভাবার কারণ হ'ল, আপনারদের শ্রদ্ধেয় নেতাজ্যোতির্ময় বসু ১৯৭২ সালে ওয়াশ্‌কু কমিটির রিপোর্ট সংসদে পেশ করার দাবি জানিয়েছিলেনএবং সেজন্য আন্দোলন করেছিলেন। সরকার রাজি না হওয়ায় তিনি এককপি এনে নিজের টেবিলেরেখেছিলেন। প্রাইভেট মেম্বররা বলেন, সেদিন তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা আজও অত্যন্তপ্রাসঙ্গিক, ২৬ আগস্ট ১৯৭২ সালে তিনি বলেছিলেন, স্যার, ১২ নভেম্বর ১৯৭০ সালে জমাদেওয়া একটি শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত কমিটির প্রাথমিক পরামর্শগুলির একটি ছিলবিমুদ্রাকরণ, স্যার, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই কালো টাকার জোরেই শক্তিশালী, কালোটাকাই তাঁর রাজনীতির প্রাণবায়ু। সেজন্য এই রিপোর্ট কার্যকর করা তো দূরের কথা, বিগতদেড় বছর ধরে চেপে রাখা হয়েছে। ১৯৭২ সালে ৪ সেপ্টেম্বর তিনি আরেকবার লোকসভায় ভাষণদিতে গিয়ে বলেন, 'আমি ওয়াশ্‌কু কমিটির বিমুদ্রাকরণ এবং অন্যান্য সুপারিশগুলিকেসমর্থন করি। এগুলি নিয়ে আমি দ্বিতীয়বার কথা বলতে চাই না। সরকারের উচিত সততার সঙ্গেজনগণের পাশে দাঁড়ানো। কিন্তু, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর এইসরকারের চরিত্র হ'ল – এক এমন সরকার যা হ'ল – কালো টাকার জন্য, কালো টাকার দ্বারা,কালো টাকার সরকার!' এটা আমি ১৯৭২ সালের কথা বলছি, তারপর সিপিএম-এর প্রবীণ নেতাহরকিশন সিং সুরজিৎ ২৭ আগস্ট ১৯৮১ সালে এই সভাতেই বলেন, 'কালো টাকায় লাগাম পরানোরজন্য সরকার কি কোনও কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে চান? একশো টাকার নোট বাতিলের মতো কোনওসিদ্ধান্ত কি নেওয়া যেতে পারে?' ১৯৮১ সালে সুরজিৎজি লোকসভায় এই প্রশ্ন তুলেছিলেন।সেজন্য বামপন্থীদের কাছে আমার আবেদন, আপনারা এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদেরসঙ্গে থাকুন। আপনারা এ বিষয়ে ব্যাপকরূপে নিজেদের মতামত জানিয়েছেন, কিন্তু এইলড়াই-ই এমন যে আপনারা নীতিগতভাবে এর থেকে আলাদা হতে পারেন না! আপনারদের দলের ভাবধারাও চরিত্র এমন নয়। যদিও সময় বলবে, একথা সত্যি যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণতজনমোহিনী পদক্ষেপ নেওয়া হয়, স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বভাব গড়েওঠে। আর সেজন্যই এত বড় কঠোর সিদ্ধান্ত বুঝতে কিছুটা সময় লাগে। সেজন্য আমি কাউকেদোষ দিচ্ছি না। আমার বিশ্বাস, মানুষ ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন যে, দেশের সাধারণমানুষের স্বার্থেই আমরা এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এখানে ডিজিটালব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, আমি অবাক হয়ে গুনলাম, প্রায় প্রতিটি ভাষণেই বলাহয়েছে, এদেশে অমুক জিনিস নেই, তমুক কিছু হয় না, এটা হয়নি-সেটা হয়নি, শোচাণ্ডার আছেতো জল নেই, এমনই আরও কতকিছু বলেছিলেন। আমি ভাবছিলাম, এই কথাগুলি তাঁরা কেনবলেছিলেন? ভারতের বিগত ৭০ বছরের সরকারগুলির রিপোর্ট কার্ড দিচ্ছেন। এই ৭০ বছরেরমধ্যে আমাদের সরকারের অবদান মাত্র আড়াই বছরের। তার আগে আপনারদের শাসনকালে যতশোচাণ্ডার বানিয়েছেন, আমরা এসে কি সেগুলিতে তালো লাগিয়ে দিয়েছি? আপনারা যত পথবানিয়েছেন, সেগুলি কি আমরা উপড়ে ফেলেছি? আপনারা জলের কল লাগিয়ে থাকলে আমরা এসে কিসেগুলির নল কেটে দিয়েছি? কেউ কি কোথাও দাবি করেছে যে, ভারতের প্রত্যেক প্রান্তেডিজিটাল ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে? এটা বাস্তব যে এখনও তা হয়নি। কিন্তু তাই বলে কিএক্ষেত্রে মানসিকতা বদলানোর সম্ভাবনাকে আমরা জোর দিতে পারি না।

মনে করুন,দিল্লিতে সম্ভাবনা রয়েছে, তা হলে দিল্লি থেকেই শুরু করতে হবে! আমাদের ইতিবাচকঅবদান রাখতে হবে। চরিত্রগত পরিবর্তন আনতে হবে। কলকাতার নাগরিকদের হাতে মোবাইলথাকলে, ডিজিটাল কানেক্টিভিটি থাকলে, সেখান থেকে শুরু করতে হবে! হয়তো বাংলায়প্রান্তিক অঞ্চলগুলিতে সেই সুবিধা নেই। একথা বলা এক ব্যাপার আর আমরা যানো করেছি,ত্যানো করেছি বলার পর যখন কার্যকর করার প্রশ্ন আসে তখন আমাদের অসুবিধা হবে।দ্বিতীয়ত, আমরা শব্দ নিয়ে খেলি। একথা সবাই জানে। যে কোনও শিশুকে জিজ্ঞেস করুন,স্কুলে যাও? আপনার সন্তান-সন্ততিকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি, সে বলবে, হ্যাঁ, রোজ যাই!কিন্তু আমি জানি, সেও জানে যে রবিবারে সে স্কুলে যায় না। সবাই জানে। এটাইস্বাভাবিক।

তেমনেই দেশকে ক্যাপশেলস করার মানে হ'ল সমাজকে ধীরে ধীরে এই ধরনেরলেনদেনের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বিশ্বের অনেক উন্নত দেশে আজও ব্যালট পেপারেছাপ মেঝে নির্বাচন হয়। আর যে দেশকে অশিক্ষিত বলা হতো, ভারত বিশ্বের সর্ববৃহৎগণতান্ত্রিক দেশ যে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনের বোতাম টিপে ভোট দেয়। যেদিন এই বোতামটোপার ব্যবস্থা চালু হয়েছে, সেদিন অনেকেই ভাবেননি যে এদেশের গরিব মানুষ এই জটিলপ্রযুক্তি এত দ্রুত গ্ৰহণ করে নিতে পারবেন!

অর্থাৎ, নিজেরদেশের শক্তিকে খাটো করে দেখার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। হ্যাঁ, আমাদের যদি মনে হয়এটা ভুল পথ কিংবা ভুল পদ্ধতি, তা হলে অন্যকথা। কিন্তু মানিয়ে নিতে অসুবিধা হচ্ছেরলে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। অসুবিধা হবে, ব্যবস্থার অপ্রতুলতা থাকবে, তবু এগিয়ে যেতেহবে।

কেউ কেউবলছিলেন, পৃথিবীর কিছু দেশ উন্নত। আনন্দ শর্মা মহোদয়ও বলছিলেন, আমি অবাক!

আপনারা গুনেঅবাক হবেন, কোরিয়া ডিজিটাল হওয়ার জন্য কতরকম ইনসেন্টিভ স্কিম চালু করেছে! আমারবিরোধী বন্ধুরা অভিযোগ করে বলেছিলেন, আপনি ডিজিটাল গতি আনতে কোটি কোটি টাকা খরচ করেছেন!আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলি, আমরা যে ভীম অ্যাপ চালু করেছি, তার পেছনে সরকারের একপয়সাও খরচ হয়নি। বিনা খরচে লেনদেন হচ্ছে। এক টাকাতো কোনও ব্যাঙ্কে, কাউকে কমিশনদিতে হয় না। উন্নত বিশ্ব যখন পেপার-লেস, প্রেমিসেস-লেস ব্যাঙ্কিং-এর পথে হাঁটছে,ভারতের পিছিয়ে থাকার কোনও কারণ নেই। হয়তো আমাদের ব্যবস্থা কম থাকায় আরও দু'বছরকিংবা পাঁচ বছর লাগবে। কিন্তু এই লক্ষ্যকে আমি কখনোই ভুল বলে মানব না! সেজন্যআসুন, আমরা সকলে নিজের নিজের এলাকার মানুষদের বিস্তারিতভাবে বোঝানোর দায়িত্ব নিই।

আমাদের দেশেঅধিকাংশ মানুষ রেলে যাতায়াত করেন। আপনারা গুনলে খুশি হবেন, ইতিমধ্যেই প্রায় ৬০শতাংশ রেলযাত্রী রেলে অনলাইন বুকিং করা শুরু করেছেন – অনলাইন পেমেট, অনলাইনক্যাম্পেলেশন সব আর্থিক লেনদেন তাঁরা অনলাইনেই করছেন। আগে রেলে রিজার্ভেশন করতেহলে বা শহরাঞ্চলে বিদ্যুতের বিল জমা দেওয়ার জন্য এক-আধ দিনের ছুটি নিতে হ'ত। এখনসব কাজ নিজের নিজের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অনলাইনে সম্ভব হওয়ার সেই সময়টা ওযাতায়াতের ভাড়া দুই-ই বাঁচে। আজ কেউ চাইলে রাত ১২টায় বাড়ি ফিরেও বিদ্যুতের বিলপেমেট করতে পারবেন। আমরা এরকম অনেক পরিষেবা নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে পেতে পারি।প্রযুক্তির মাধ্যমে পাওয়া পরিষেবায় কোনও ত্রুটি থাকলে কেমন করে নিরসন করা যাবে, তানিয়ে অবশ্যই চিন্তাভাবনা করতে হবে। কিন্তু প্রযুক্তিকেই হটিয়ে দেওয়ার কল্পনা ভুল।নেতি নিয়ে চললে আমরা দেশের কোনই উপকার করতে পারব না। কিছুক্ষণ আগে অরুণজি রূপেকার্ড নিয়ে বলছিলেন। আমরা জন ধন অ্যাকাউন্টের সঙ্গে দেশের ২১ কোটি মানুষকে রূপেকার্ড দিয়েছি। এর শক্তি সম্পর্কে আপনারা কতটা অবহিত? এই কার্ড পকেটে থাকা এখনঅনেকের কাছেই সম্মানের বিষয় হয়ে উঠেছে! তাঁরা এখন সব পেমেট এই কার্ডের মাধ্যমেইকরছেন। কেউ বা কারা গুজব রটানছেন যে – এটা তো গরিবের বিষয় নয়! একটু আগেই আমাকেঅনন্ত কুমার মহোদয় তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। তিনি বেসালুরু থেকে আসার পথেতাঁর পাশে একজন আইটি প্রফেশনাল বসেছিলেন। তিনি বলছিলেন যে, তাঁর ড্রাইভার এইবিমুদ্রাকরণ নিয়ে খুব খুশি। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলেন, এখন আমিও বড়লোকদের মতো কার্ডসঙ্গে রাখি, বলে নিজের রূপেকার্ড বের করে দেখান। তিনি খুব খুশি। তার মানে দেখুন,সমাজের সাধারণ মানুষদের জীবনেও পরিবর্তন আনতে সক্ষম এই ব্যবস্থা। এক নতুনআত্মবিশ্বাস জন্ম নিয়েছে। যার একটি সাইকলও ছিল না, তাঁর ঘরে যখন মোটর সাইকলকিংবা স্কুটার চলে আসে, সেটা পুরনো হলেও তিনি ও পরিবারের সবাই গর্ব করেন। আমরাসমাজের খেটে খাওয়া মানুষদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে আমাদের কাজ করে যেতে হবে।

প্রত্যক্ষসুবিধা হস্তান্তর বেশ লাভদায়ক প্রমাণিত হয়েছে। আমি লোকসভায় এ প্রসঙ্গে বিস্তারিতবলেছি যে, এর মাধ্যমে বছরে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হ'ত। এবার ইতিমধ্যেআমরা এই পরিমাণ টাকা সাশ্রয় করতে পেরেছি, আরও সাশ্রয় হবে বলে আমার বিশ্বাস। বৃত্তিরক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তরের মাধ্যমে একই ব্যক্তির ছয় জায়গা থেকে টাকা তোলাবন্ধ করা গেছে। বিধবা পেনশন, যে মেয়ের জন্মই হয়নি তাকে বিধবা দেখিয়ে চেক ইস্যু করাহ'ত। প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তরের মাধ্যমে এ ধরনের দালালদের দুর্নীতি ও রাজকোষলুণ্ঠন বন্ধ করা গেছে।

ডিজিটালপেমেট ব্যবস্থা বিকশিত করার জন্য দ্রুতগতিতে পিওএস মেশিন বাড়ানো হচ্ছে। মোবাইলপেমেন্টের জন্য, ই-ওয়ালেট – এর জন্য প্রমোশন হচ্ছে। ইন্টারনেটব্যাঙ্কিং বৃদ্ধির জন্য কাজ চলছে। 'আধার বেস পেমেট' এর প্রযুক্তি উদ্ভাবন করাহুয়েছে। এক্ষেত্রে শুধু আধার-এর মাধ্যমেই পেমেট করা যাবে, কোনও মোবাইল ফোনেরওপ্রয়োজন হবে না আর সেদিন দূরে নয়। সেই কারণেই সবাই এই ব্যবস্থাগুলিকে শিখে নেওয়ারচেষ্টা করুন, নিজেদের টিমে এসব ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করুন।

ভীম অ্যাপ একটিউন্নত মানের ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ভারত সরকারের ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠা এই ভীম অ্যাপ যত জনপ্রিয়হবে, দেশের বাইরের যে কোনও এজেন্সির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা তত তাড়াতাড়ি সম্ভবহবে। এ হল সামর্থ্যের এক মঞ্চ যার সুবিধা দেশের সাধারণ মানুষ নিতে পারবেন।

যেসবড্রাইভাররা হাইওয়েতে গাড়ি চালান, তাঁদের গাড়ি বারবার থামলে পেট্রোল-ডিজেলের খরচবেশি হয়। ৮ নভেম্বরের পর তাঁদের তেল সাশ্রয় নিয়েও আমরা চিন্তাভাবনা করেছি। টোলপ্লাজাগুলিতে ট্যাক্স দেওয়ার জন্যে তাঁদের যাতে না দাঁড়াতে হয়, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিআইডিটিফিকেশন বা আরএফআইডি'র মাধ্যমে ইতিমধ্যে ২০ শতাংশ যানবাহন রোড ট্যাক্সদিচ্ছে। আগে হাতে গোনা অল্প কয়েকজনই মাত্র এই ব্যবস্থা ব্যবহার করতেন। এর মাধ্যমেবেজিন্ট্রেশন করে যে গাড়িগুলি চলে, তাদের নম্বর রেকর্ড হয় এবং আরএফআইডি'র মাধ্যমেব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে পেমেট যায়। কোথাও থামতে হয় না। ফলে, গাড়ির মালিক ওসামগ্রিকভাবে দেশেরও অনেক জ্বালানি সাশ্রয় হয়। তেমনই পেট্রোল পাম্পগুলিতেও প্রায়২৯-৩০ শতাংশ মানুষ এখন ডিজিটাল কার্ডেরমাধ্যমে পেমেট করছেন। আমরা শ্রদ্ধেয় চন্দ্রাবনুনাইডুর নেতৃত্বে কমিটি গঠন করেছি, তার ইন্টরিম রিপোর্ট এসেছে। সেটা এখন আমরাভালভাবে পড়ছি। ফাইনাল রিপোর্ট এলে কার্যকর করা হবে। আমরা পরিবর্তনের জন্য মানসিকপ্রস্তুতি নিচ্ছি।

ব্যাঙ্কিংসিস্টেম নিয়ে আপনারা যাই বলুন না কেন, আমি বলব, তা হল রিপোর্ট কার্ড। পূর্ববর্তীসরকারগুলির রিপোর্ট কার্ড। এই সরকার ক্ষমতায় এসে সবার আগে তো ডেবিট রিকোডারি টাইব্র্যানালগড়ে তুলেছে, যাতে ব্যাঙ্কগুলির যত ঋণ রয়েছে তা পুনরুদ্ধার করা যায়, সরকার উদ্যোগনিয়েছে। ব্যাঙ্কগুলিতে যত নিয়োগ হ'ত, সেগুলির জন্য কোনও নিয়ম ছিল না, এমননি জোড়াতালিদিয়ে চলছিল, বর্তমান সরকার এসে ব্যাঙ্ক বোর্ড ব্যুরো গঠন করে, স্বশাসিত সংস্থা,তারাই নিয়োগ সামলায়। তাদের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও ডিরেক্টররা রয়েছেন।এভাবে আমরা ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় পেশাদারিত্ব আনার চেষ্টা করেছি।

ব্যাঙ্ক এবংফাইনান্স জগৎ, ব্যাঙ্কিং সেক্টর, ইকোনোমিক ওয়ার্ল্ড-এর দু'দিনব্যাপী গোল টেবিলবৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। আমাদের দেশের ব্যাঙ্কগুলিতে বিশ্বমানের মাপদণ্ড কিভাবেগুপ্ত করা

যায়, সে বিষয়ে বিস্তারিত আশ্বাসমালোচনা, চিন্তাভাবনা, নানাট্রেটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্তির উপায় খোঁজার মাধ্যমে তাঁরা ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি ঠিককরেন।

রিজার্ভব্যাঙ্কের গরিমা রক্ষা করতে হবে। আমাকে আক্রমণ করুন, আমার পার্টিকে আক্রমণ করুন, আমার সরকারকে আক্রমণ করুন, আপনাদের এই আক্রমণের অধিকার রয়েছে। কিন্তু রিজার্ভব্যাঙ্ককে এর মধ্যে টেনে আনার কোনও কারণ নেই। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরকে টেনেআনার কোনও প্রয়োজন নেই। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের মান-মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকের ইতিবাচক ভূমিকা থাকা উচিত। পূর্ববর্তী গভর্নরের বিরুদ্ধেও অনেক সমালোচনা করেছিলেন। তখনও আমি ঐ সমালোচনার বিরোধিতা করেছি। এটা আমাদের শোভা পায় না। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখা উচিত। সরকারের নানা ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনাব্যক্তিগের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করবেন – এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যারা রিজার্ভব্যাঙ্কের মর্যাদা রক্ষা না করে বর্তমান সরকারকে আক্রমণ করেছেন, তাঁদের বলতে চাই, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে চাই, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব গভর্নর ডঃ সুক্কারাও একটি বই লিখেছেন, ‘Whomoved my interest Rate’? সেই বইয়ে তিনি লিখেছেন যে, “২০০৮ সালে তৎকালীন অর্থসচিবের মাধ্যমে সরকারের ‘ Liquidity Management Committee নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত আমাকে বিরক্ত ও বিব্রত করে। শ্রীচিদাম্বরম নিশ্চিতভাবেই ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধিকারের ক্ষেত্রেই সীমা ছাড়িয়েছিলেন। নগদ ব্যবস্থাপনা পুরোপুরি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তিনি আমাকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, অধ্যাদেশ জারি করার আগে আমাকে বলার প্রয়োজন বোধ করেননি। আমি কিভাবে জানব যে তাঁর এই সিদ্ধান্ত আমার কার্যকালের অন্তিমবছরে আমাদের মধ্যে একটি অসহনীয় সম্পর্কের রূপরেখা রচনা করবে?”

এভাবে রিজার্ভব্যাঙ্কের এক ভূতপূর্ব গভর্নর পুরনো সরকারের সীমা লঙ্ঘন নিয়ে সমালোচনা করেছেন। এই বই ছাপার পর অনেকদিন হয়ে গেছে, কিন্তু চিদাম্বরমমহোদয়ের কাছ থেকে এই অভিযোগের কোনও জবাব আমরা এখনও পাইনি। এখন আমার কথা শুনে তিনি যদি কোনও স্পষ্ট জবাব দেন – সেটা ভিন্ন প্রশঙ্গ। কিন্তু আমার উপদেশ রিজার্ভব্যাঙ্ককে রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখুন, এই প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা রক্ষা করুন। আমরা ক্ষমতায় এসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধির খাতিরে আর বি আই অ্যান্ট সংশোধন করে মানিটরি পলিসি কমিটি গঠন করেছি। দীর্ঘদিন ধরেই এর প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল, এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছিল। কিন্তু কোনও সরকারই এটা করেনি, আমরা এসে করেছি। এই সমিতিতে দেশের আর্থিক নীতি সঞ্চালনের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়েছে। এই সমিতির শীর্ষে রয়েছেন আর বি আই-এর গভর্নর। আর বি আই-এর দু’জন আধিকারিক ছাড়াও তিনজন বিশেষজ্ঞ এর সদস্য। এই সমিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের একজনও সদস্য রাখা হয়নি। সেজন্যই আর বি আই-এর শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে।

একথা সত্যি, এখানে অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হ’ল। কোনও সরকার ঘূমানোর জন্য আসে না। আমাদের আগে যাঁরা ক্ষমতায় এসেছেন, তাঁরাও কিছু না কিছু করার চেষ্টা করেছেন। আমরা কখনও একথা বলিনি যে, কেউ কিছু করেননি! আমি লালকেসার প্রকার থেকেই বলেছি, আর আমি যাবলেছি, তা ভারতের আর কোনও প্রধানমন্ত্রী বলেননি। আমি বলেছি, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যত সরকার এসেছে, যতজন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, প্রত্যেকেই কাজ করেছেন। তাঁদের সকলের অবদানেই দেশ আজ এখানে এসে পৌঁছেছে। আমরা এমনই। অন্যরা অপরের নাম উল্লেখ করতে কাতরায। অন্য কারও অবদান স্বীকার করা তাঁদের পছন্দ নয়। আর ইতিহাস সাক্ষী। কিন্তু একথা সত্যি যে এই সরকার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনেক কাজ করেছে। ছোট ছোট সিদ্ধান্ত নিলেও সেসব সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নকে অনেক বাড়িয়ে দেওয়ার কাজ করেছে।

আমরা স্বপ্রত্যয়নের প্রথা বিলোপ করেছি। আগে সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে এলাকার সাংসদ, বিধায়ক, কিংবা গেজেটেড অফিসারদের বাড়িতে গিয়ে প্রত্যয়নের জন্য লাইনে দাঁড়াতে হতো। সেই সাংসদ, বিধায়ক কিংবা উচ্চপদস্থ আধিকারিক এত ব্যস্ত মানুষ যে তাঁদের এত খতিয়ে দেখার সময় থাকে না। একজন পিওন কিংবা কোনও দলীয় নেতা বসে সিল মেরে দিতেন আর প্রত্যয়ন হয়ে যেত। আমরা সকল শংসাপত্রের ফটোকপিতে আবেদনকারীর স্বপ্রত্যয়নের ব্যবস্থা চালু করেছি। ফলে, সাধারণ মানুষ এই বন্ধি-ঝামেলা থেকে রক্ষা পেয়েছেন। তিনি যদি ঐ পদের জন্য নির্বাচিত হন তা হলে চূড়ান্ত নিযুক্তির সময় মূল শংসাপত্র, মার্কশিট সঙ্গে নিয়ে যাবেন। তখন অফিসের একজন আধিকারিক বসে সেগুলি ফটোকপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নেবেন।

আমরা ইন্টারডিউপ্রথাও বাতিল করেছি। প্রযুক্তি দ্বারা প্রত্যেকের মেধার ভিত্তিতে চাকরি হবে। তার কারণ দুর্নীতির জমানা শেষ। উভয় সভায় ১ হাজার ১০০’রও বেশি পরস্পর বিরোধী আইন আমরা বাতিল করেছি। এ নিয়ে অনেক খবরের কাগজে উত্তর সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে। এই প্রথম সম্পূর্ণ মেধা-ভিত্তিক নিয়োগ হচ্ছে। সকল পুরনো প্রক্রিয়া, আমার প্রার্থী-তোমার প্রার্থী প্রথা বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক নিরপেক্ষ খবরের কাগজে এ বিষয়ে প্রশংসাসূচক প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে। ডিবিটি, ডাইরেক্ট বেনিফিট-এর মাধ্যমে অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে। আগে কোম্পানি নথিভুক্ত করতে হলে ৭-১৫ দিন এমনকি দু’মাসও লাগতো। আজ ২৪ঘণ্টার মধ্যে কোম্পানির নথিভুক্তি করা যায়। আগে পাসপোর্ট পেতে মাসের পর মাস লেগে যেত, আজ এক সপ্তাহের মধ্যে পাসপোর্ট দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। আর এখন প্রধান ডাকঘরগুলিকে পাসপোর্ট অফিসে পরিবর্তিত করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। এর ফলে, সাধারণ মানুষের আরও সুবিধা হবে।

আমরা এটাও জানিয়ে, কয়লার নিলাম কত বড় বিষয় ছিল। সরকার অতি সহজে এই সমস্যার সমাধান করেছে। স্বচ্ছতা আনা হয়েছে। একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে – যা নিয়ে এখনও তেমন আলোচনা হয়নি। আমি এই সভাকে জানাতে চাই। সরকার দ্বারা ক্রয়-প্রক্রিয়ায় আমরা সরকারি-বাজার চালু করেছি। এই জিইএম ব্যবস্থাকে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাউথ এশিয়া প্রোজিওরমেন্ট ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড দিয়ে সম্মানিত করেছে। এর মাধ্যমে বিশ্বের যে কোনও প্রান্ত থেকে কোনও বিক্রেতা অনলাইন নিজেদের তালিকা আপলোড করতে পারে। তারপর সরকার সকল আপলোড করা তালিকা থেকে তুলনা করে, যাচাই করে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে। এখন থেকে জিইএম-এর মাধ্যমে ৫ হাজার টাকার থেকে বেশি মূল্যের জিনিসের পেমেন্ট করা সম্ভব হবে; আমরা এমন ব্যবস্থা চালু করেছি। সুপ্রশাসনের মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে, প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে লেনদেনে স্বচ্ছতা আনার ক্ষেত্রে আমরা বড় সাফল্য পেয়েছি।

বর্তমান সরকার মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য অনেক নতুন প্রকল্প চালু করেছে। উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে অসংখ্য দরিদ্র পরিবারের গৃহিণীদের হাতে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার তুলে দিয়েছে। আমরা জানি, একটা সময়ে রান্নার গ্যাস কানেকশন পাওয়ার জন্য সাংসদদের বাড়িতে লাইন লাগাতে হতো। প্রত্যেক সাংসদ ২৫টি করে কুপন পেতেন। ২০১৪’র সাধারণ নির্বাচনে ইস্যু ছিল বছরে ৯টি সিলিন্ডার দেওয়া হবে, নাকি ১২টি সিলিন্ডার দেওয়া হবে! কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই প্রায় ১ কটি ৬৫ লক্ষেরও বেশি গরিব পরিবারকে রান্নার গ্যাসের সংযোগ দিতে পেরেছি। মোট ৫ কোটি গরিব পরিবারে গ্যাস সিলিন্ডার পৌঁছে দেওয়ার ইচ্ছা আছে। দেশের মোট ২৫ কোটি পরিবারের মধ্যে দরিদ্রতম ৫ কোটি পরিবারে আমরা রান্নার গ্যাসের সংযোগ পৌঁছে দিতে চাই।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে মহিলাদের নামে বাড়ি নথিভুক্ত করার আইনি ব্যবস্থা নিয়েছি। আগে এমজিএনআরইজিএ-তে ৪০-৪৫ শতাংশ মহিলা কাজ করতেন, এখন তা বেড়ে ৫৫ শতাংশ হয়েছে।

এতদিন অধিকাংশ স্বনির্ভর গোষ্ঠী চলতো দক্ষিণ ভারতে। কিন্তু পণ্ডিত দীনদয়াল অগ্ৰোদয় যোজনার মাধ্যমে গোটা ভারতে এই গোষ্ঠীগুলিকে প্রশিক্ষণ ও উৎসাহ যোগানোর কাজ শুরু হয়েছে।

দ্বিধা গর্ভবতীমহিলাদের জন্য ৬ হাজার টাকা অনুদান, ‘বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও’ অভিযান বেশ সাড়া জাগিয়ে সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছে, সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। সুকন্যা সমৃদ্ধিযোজনার মাধ্যমে কন্যাসন্তানদের নামে ১ কোটি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে, জমা পড়েছে ১১হাজার কোটি টাকা। যাঁরা ভবিষ্যতে একটি নিরাপত্তার গ্যারান্টিও পাবেন। ১৪ লক্ষ অঙ্গনওয়াডি কেন্দ্রে ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে মহিলা শক্তি কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

পূর্ববর্তীসরকারের সময়ও সরকারিভাবে শিশুদের টিকাকরণ প্রকল্পে চালু ছিল। কিন্তু আমরা মিশনইন্ড্রুশন শুরু করে গ্রামে গ্রামে সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছি প্রায় ৫৫ লক্ষ শিশুর টিকাকরণ হয়নি। তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য আমাদের টিম কাজ করে।

গ্রামীণক্ষেত্রে আমরা অবাধ হয়ে দেখি যে, পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কেমন ঠাট্টা-বিক্রপ করা হ’ত। কারগটা বুঝতে পারিনি। আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি নোংরার মধ্যে থাকতে চান। আমরা এ-ও জানি যে, পরিচ্ছন্নতা একটি চরিত্রগত বিষয়। পাশাপাশি, পরিকাঠামো উন্নয়নও আবশ্যিক। আমরা রাজনৈতিক নেতারা তেমন পড়িটরি না, কিন্তু দেশের সংবাদমাধ্যম এইপরিচ্ছন্নতা আন্দোলনকে বহু দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে, তাঁরা প্রতিযোগিতা করছেন, পুরস্কার দিচ্ছেন, অনুষ্ঠান করছেন। আমি সংবাদমাধ্যমগুলিকে সেজন্য অভিনন্দন জানাই। আর আশ্চর্য হই যখন এই সভায় উঠে দাঁড়িয়ে কেউ বলেন, ‘শৌচাগার আছে, জলের ব্যবস্থানেই’! মহাত্মা গান্ধীও এ বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। আমার ভয় করে, আজ যদি মহাত্মাগান্ধী বেঁচে থাকতেন আর পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কথা বলতেন, তা হলে তাঁকেও এ ধরনের ব্যঙ্গ-বিক্রপ সহ্য করতে হতো কি না! সমাজের পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে আমরা কিইতিবাচক উদ্যোগ নিতে পারি না? সবকিছুতে বিরোধিতা করা কি জরুরি? আমি অত্যন্ত আনন্দিত, দেশের গ্রামীণ ক্ষেত্রে অনাময় ব্যবস্থা যা ২০১৪ পর্যন্ত ছিল ৪২ শতাংশ ছিল, এই আন্দোলনের পর তা বৃদ্ধি পেয়ে এখন ৬০ শতাংশে পৌঁছেছে। আপনারা কি কখনও গ্রাম ও শহরের বস্তিবাসী মহিলাদের অসহায়তার কথা ভেবে দেখেছেন? যতক্ষণ অন্ধকার না হয়, তাঁরা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে পারেন না। এ বিষয়ে কেউ ব্যঙ্গ-বিক্রপ করলে আমি খুবকষ্ট পাই। এটা হাসি-ঠাট্টার বিষয় হতেই পারে না।

মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য মহিলা সার্বজনিক হেল্পলাইন ১৮১ চালু করেছে। এটি একটি ২৪ ঘণ্টার আপেক্ষালীন পরিষেবা। ১৮টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এইমহিলা হেল্পলাইন ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে। আরও কয়েকটি রাজ্যে পুলিশে ৩৩শতাংশ মহিলাকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। হবিয়ানা একটি অভিনব ব্যবস্থা নিয়েছে, যা অন্যান্যও করলে লাভবান হবেন। তারা মহিলা পুলিশ ভলান্টিয়ারদের একটি নেটওয়ার্ক চালু করেছেন। এই স্বেচ্ছাসেবীরা এ ধরনের সমস্যায় মহিলাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন, উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন। আমরা আগামীদিনে একটি প্যানিক বোতাম প্রযুক্তি ব্যবহারকরারও সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

বর্তমান সরকারকৃষকদের ক্ষমতায়নে অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে। সবচাইতে বড় পদক্ষেপ প্রধানমন্ত্রী ফসলবিমা যোজনা। আমাদের ভাল লাগুক কিংবা না লাগুক, কৃষকদের নিরাপত্তা দেওয়া জরুরি, তাঁদের বোজগারও সুনিশ্চিত করতে হবে। আমাদের দেশে সেচ ব্যবস্থা অপ্রতুল। অধিকাংশ কৃষক প্রকৃতিনির্ভর চাম্বাস করেন। এহেন পরিস্থিতিতে আমরা বীজ বপন করতে না পারলে ও তাঁরা যাতে বিমার সুবিধা পান, আর ফসল কাটার ১৪ দিনের মধ্যে কোনও কারণে ফসল নষ্ট হলেও যাতে বিমার সুবিধা পান – সেই ব্যবস্থা করেছে। কয়েকটি উন্নত রাজ্যে ইতিমধ্যেই ৪০-৫০ শতাংশ কৃষককে এই বিমা যোজনায় সামিল করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কিছুকিছু রাজ্য এখনও অনেক পিছিয়ে। এটা চিন্তার বিষয়। তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে।

নতুন সার নীতিতে আমরা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছি। প্রতি বছর প্রধানমন্ত্রী মূখ্যমন্ত্রীদের থেকে চিঠিপেতেন আরও বেশি ইউরিয়ার যোগানের জন্য। প্রতি বছর দেশের নানা প্রান্তে ইউরিয়া নিয়েহাযকার, হাস্যমা, লাঠিচার্জের খবর আসতো। কিন্তু গত দু’বছরে কোনও মূখ্যমন্ত্রী আমাকে ইউরিয়া চেয়ে চিঠি দেননি। কোথাও হাযকার লাঠিচার্জের ঘটনা ঘটেনি। আমরা ইউরিয়ায় নিম্ন কোটিং ব্যবহার শুরু করে এক্ষেত্রে দুর্নীতি রুখতে পেরেছি। চোরাপথে আরবাসায়নিক কারখানাগুলিতে ভর্তুকিপাশ্চ ইউরিয়া চলে যাচ্ছে না। অথচ, ২০০৭-এরঅক্টোবর আপনারাই মন্ত্রীগোষ্ঠী এই নিম্ন কোটিং-এর প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদন করেন। তারপর কী হয়েছিল? প্রায় ছয় বছর একে চেপে রেখে দিলেন। আপনারাই এতে উদ্বাসীমালাগালেন ৩৫ শতাংশ, এর বেশি ইউরিয়া নিম্ন কোটিং করা যাবে না। কেন? ১০০ শতাংশ করে দিলেচোরাই পথে ইউরিয়া রাসায়নিক কারখানাগুলিতে কেমন করে যাবে, ইউরিয়া মিশিয়ে কালোবাজারিরা সিন্থেটিক দুধ বানিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে কেমন করে ছিনিমিনি খেলবে? সেজন্য আপনারা ৩৫ শতাংশ ইউরিয়া নিম্ন কোটিং-এ রাজি হলেও বাস্তবে ২০ শতাংশ নিম্ন কোটিংযুক্তইউরিয়া উৎপন্ন হতো। আমরা শাসনক্ষমতায় এসে ৬ মাসের মধ্যেই ১০০ শতাংশ নিম্ন কোটিংইউরিয়া উৎপাদন সুনিশ্চিত করি। ১৮৮টি দেশ থেকে আমদানিকৃত ইউরিয়াকেও ১০০ শতাংশ নিম্নকোটিং করে কালো বাজারি বন্ধ করে দিই। এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রুরালট্রান্সফরমেশন সেক্টর এই প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করে রিপোর্ট দিয়েছে তা অনুযায়ী গতদু’বছরে ৫ শতাংশ ঋণ উৎপাদন বেড়েছে, ১৫ শতাংশ আর্থ উৎপাদন বেড়েছে। কল্পনা করতে পারেন, কৃষকদের কত টাকা সাশ্রয় হয়েছে!

বর্তমান সরকারআমাদের দেশে ডালের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করেছে। ফলস্বরূপ, এ বছর ৫০ শতাংশথেকে ৬০ শতাংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশের কৃষকরা সরকারের আস্থানস্বীকার করে নিয়ে পূর্ববর্তী সমস্ত রেকর্ড ভেঙে ডাল উৎপাদনে সাফল্য এনে দিচ্ছে।

ই-নাম বৈদ্যুতিনবাজারে ইতিমধ্যেই দেশের ৫০০টি বাজার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখন কৃষক প্রযুক্তিরমাধ্যমে নিজের মোবাইল ফোন থেকেই জেনে যাচ্ছেন কোন্ বাজারে গেলে উৎপাদিত ফসলেরবেশি দাম পাবেন। প্রায় ২৫০টি বাজারে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে। এক্ষেত্ররাজ্যগুলির কিছু আইন সংশোধন প্রয়োজন ছিল, কয়েকটি রাজ্য ইতিমধ্যেই তা করে নিয়েছে। আমরা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে জোর দিলেই কৃষক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ করে লাভবান হবে। সরকার তাই ১০০ শতাংশ সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ FDI অনুমোদন করেছে, যাতে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে সাহায্য হয়, মূল্যযুক্ত হয়, যাতে আমাদেরকৃষকদের বোজগার বাড়ে।

আদিবাসীরক্ষমতায়নের স্বার্থে আমরা সরকারের ২৮টি বিভাগের সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে আদিবাসীকল্যাণকে সংশ্লিষ্ট করে রেখেছি। আমরা প্রথমবার একটি উপজাতি-সাব-প্ল্যান অনুযায়ী অর্থবিরাদ বাড়িয়েছি। কিন্তু বনবন্ধু কল্যাণ যোজনাটি যাতে একটি পূর্ণাঙ্গপরিবর্তন হয়ে সুফল দেখাতে পারে, সেই লক্ষ্যে একটি সফল প্রয়াস নিয়েছি।

অরণ্য সংরক্ষণআইন’কে মজবুতভাবে প্রয়োগের লক্ষ্যে কাজ করেছে। আমাদের দেশে যত খনিজ সম্পদ রয়েছে, অধিকাংশই আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা থেকে উথিতহয়। কয়লা, লোহা, অন্যান্য যে কোনও খনিগুলি অরণ্য এলাকায় হলেও আদিবাসীরা তেমন উপকৃতহন না। এই প্রথম সরকারের তরফে জেলা খনি ন্যাস গড়ে তুলে খনিজ দ্রব্যের ওপর কর প্রয়োগ করা হয়েছে। আমাকে ছতিশগড়েরমুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, আমার ৭টি জেলা থেকে খনিজ পদার্থ উত্তোলিত হয়, এখন জেলাখনিজ ন্যাস গড়ে তোলায় তা থেকে যে আমদানি হবে, আমাদের ঐ জেলাগুলিরজন্যে অতিরিক্ত বাজেটের প্রয়োজন হবে না। ঐ ন্যাসই এখন ঐ জেলাগুলির গরিব আদিবাসীদেরউন্নয়নের অর্থ যোগাবে।

আমরা যে রারবানমিশন চালু করেছি, তার দ্বারাও সর্বাধিক লাভবান হবে আদিবাসী এলাকাগুলি। আদিবাসীবাজারগুলিকে বড় বাজারে উন্নীত করার ইচ্ছা রয়েছে। বাজার উন্নত হলে সেখানে শিক্ষাব্যবস্থা, চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা এবং বিনোদনের সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। ধীরে ধীরেআশপাশের ৫০-১০০টি গ্রামের কেন্দ্র হয়ে উঠবে। এভাবে রারবান মিশন-এর মাধ্যমে আদিবাসীঅধ্যুষিত এলাকায় ৩০০টি নতুন শহর বানানোর লক্ষ্যে কাজ করছি। তবে আদিবাসী এলাকাগুলিরউন্নয়ন দ্বায়িত্ব হবে।

আমরাশাসনক্ষমতায় এসেই পরিচ্ছন্নতাকে জনআন্দোলনে রূপান্তরিত করার চেষ্টা শুরু করেছি। নিরপেক্ষব্যবস্থার মাধ্যমে শহরগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করিয়ে র্যাঙ্কিং ব্যবস্থাচালু করি। এতে ভাল সাফল্য পাচ্ছি। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলির প্রত্যেকেইকোথাও না কোথাও সরকার চালানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাছাড়া নগরপালিকা, জেলাপঞ্চায়েতগুলিতে ক্ষমতায় থাকলে তাদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতার প্রতিযোগিতা শুরু করান।কম্যুনিষ্টরা তাদের শাসিত শহরগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করান, তাদের শাসিত জেলাপঞ্চায়েতগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা করান। বিজেপি তাদের শাসনাধীন শহর ও জেলাগুলিরমধ্যে প্রতিযোগিতা করান। তবেই আমাদের পরিচ্ছন্নতা অভিযান সার্বিক সাফল্যের মুখদেখবে। এটা সময়ের দাবি। বিশ্ব ব্যাঙ্কের রিপোর্ট অনুযায়ী, অপরিচ্ছন্নতার কারণেস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আমাদের আড়াই লক্ষ কোটি টাকার বোঝা টানতে হচ্ছে। আমরা সামান্যস্বল্প নিলে দেশের এই বিপুল টাকা সাশ্রয় হতে পারে। একজন গরিব মানুষের পেছনে বছরেপ্রায় ৭ হাজার টাকা খরচ হয়। নোংরা থেকে রোগাক্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক। আমরা তা থেকেদেশের গরিব মানুষদের রক্ষা করতে পারি!

বাক্সাদের হাতধুয়ে খাবার খেতে হবে! এই নিয়ম এখন সবাই মানতে শুরু করেছে। সমালোচকরা বলতেই পারেন,অমুক জায়গায় জল নেই, নল নেই, কল নেই, বাক্সারা কুয়োতে গেলে কী হবে! আরে, এভাবেভাললে তো আমরা এগোতেই পারব না! বাক্সাদের সঠিক শিক্ষা দিতে হবে, তারপর তারানিজেরাই পথ খুঁজে নেবে। মানসিকতা বদলাতে হবে। আমাদের প্রতিকেশী দেশগুলিকে দেখুন, দক্ষিণকোরিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুরের মতো ছোট ছোট দেশগুলিকে দেখুন। ১৫-১৬বছর পরিচ্ছন্নতার অভিযান চালিয়ে তারা নিজেদের পরিচ্ছন্নতার দৃষ্টিকোণকে উন্নতকরেছেন, পরবর্তী প্রজন্মকে উপহার দিতে পেরেছেন। ফলে তারা নিজেদের বিশ্বের সামনেমডেল হিসেবে দাঁড় করাতে পেরেছেন। ভারতকেও আমরা এমন দেশে রূপান্তরিত করতে পারব নাকেন? আমাদেরও তো স্বপ্ন থাকা উচিত। ছোট ছোট দেশগুলি পারলে আমরা পারব না কেন?চেষ্টা করলেই পারব! কিন্তু কখনও কখনও মনে হয় আমাদের যেরকম পরিবেশ, একজন শায়েরবলেছেন, “..... শহর তুমহারা, কাতিল তুম, শাহিদ তুম, হাকিম তুম, মুঝে একীন হ্যায় কি মেরা হীকসুর নিকলে গা”!

আমি চাইবাজনীতির উর্ধ্বে উঠে আরোপ-প্রত্যারোপের উর্ধ্বে উঠে আমরা সবাই দেশের কল্যাণের কথাভাবি।

আরেকটি বিষয়েকথা বলে আমি বক্তব্য শেষ করবো। গত বছর ৩১ অক্টোবর সর্দার প্যাটেল জন্মজয়ন্তীতেআমরা ‘এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত’ প্রকল্প চালু করেছি। দেশের অন্যকোনও রাজ্য থেকেসিন্ধার স্টেট হয়ে ওঠা, অন্য কোনও শহরের সিন্ধার সিটি হয়ে ওঠার পরিকল্পনা জাতীয়ঐক্যকে সুদৃঢ় করে কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে এভাবে চলতে চলতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তেরমানুষের মনে হচ্ছে যে তারা উপেক্ষিত। এই মনোভাব দূর করতে আমরা জাতীয় ঐক্যসুদৃঢ়করণের অন্যান্য সম্ভাবনাগুলিকে আবিষ্কার করার কাজে এগিয়ে যাই। ‘এক ভারত,শ্রেষ্ঠ ভারত’ প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা দেশের দুই প্রান্তের দুটি রাজ্যের মধ্যে মউস্বাক্ষর করিয়ে পরস্পরের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় শুরু করিয়েছি। ইতিমধ্যেই ১২টিরাজ্যকে এই প্রকল্পে সামিল করেছি। যেমন হরিয়ানার সঙ্গে তেলঙ্গানার মউ স্বাক্ষরিতহচ্ছে। ফলে হরিয়ানার স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ১০০টি করে তেলেগু বাক্য শিখছে আর তেলঙ্গানারছাত্রছাত্রীরা হিন্দি শিখছে। হাসপাতাল কোথায়। রিক্শা কোথায় পাওয়া যাবে? হোটেলকোথায়? ফায়ার স্টেশন কোথায়? পুলিশ স্টেশন কোথায়? এরকম সাধারণ বাক্য। হরিয়ানায়তেলেগু ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হবে আর তেলঙ্গানায় হরিয়ানার পরিচালকদের নিরমিতফেস্টিভ্যাল। তেলঙ্গানার স্কুল-কলেজে হরিয়ানা নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা হবে আরহরিয়ানায় তেলঙ্গানা নিয়ে। এভাবে দেশকে জানা, দেশের অন্য প্রান্তের মানুষকে জানারমাধ্যমে জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় হবে। কোনও কিছুকে হিন্দিতে যে শব্দ প্রয়োগ করে বোঝানোযায় তামিল শব্দের প্রয়োগে আরও ভালভাবে বোঝানো গেলে আমরা সেটাও শিখে নিতে পারি।মারাঠি তেমন বাংলা থেকে নিতে পারে বা বাংলা মারাঠি থেকে। এতে দেশের ঐক্য সুদৃঢ়হবে। এই ঐক্য সুদৃঢ় করতেই আমরা ‘এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত’ প্রকল্প চালু করেছি।

আমি আরেকবারসকল মাননীয় সদস্যদের বক্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনারা আমাকেআত্মসমর্থনে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন, সেজন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতিমহোদয়ের অভিভাষণকে আমার আন্তরিক সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি। অনেক অনেকধন্যবাদ।

(Release ID: 1483394) Visitor Counter : 3

Background release reference

একথা আমরা অস্বীকার করতে পারি নাযে আমাদের সমাজে এই বিকৃতি এসেছে, আর তার শেকড় আমাদের অর্থ ব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার গভীরে প্রোথিত করে নিয়েছে

